২৭৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 13 1999 ...
পৃঃ ৪ ... কলাম ৮ ...

বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এবং শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণে সৎ, আদর্শবান এবং যোগ্যতর শিক্ষক নিয়োগের অবশ্যকতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হাতে গোণা কয়েকটি কলেজ ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগের বেলায় সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। বেসরকারী কলেজের জন্য সরকার প্রবর্তিত নিয়োগ বিধিতে প্রার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ থাকিলেও যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা ও মেধা মূল্যায়নে কোন ব্যবস্থা নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে কোন লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। অনেকক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় গুটিকয়েক মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে। অনেক কলেজে পূর্ব হইতেই প্রার্থী নির্বাচন করা থাকে। কেবলমাত্র অনুষ্ঠানিকতার জন্যই সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্ব সমাধা করা হয়। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য দিতে হয় মোটা অঙ্কের ডোনেশন। ভাবিতে অবাক লাগে শিক্ষকতার পদ আজ নিলামে উঠিয়াছে। কোন কোন কলেজে নিরপেক্ষ সিলেকশন কমিটি গঠিত হয় না। বর্তমানে বেসরকারী কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। সংসদ সদস্য যে রাজনৈতিক দলের থাকেন, পরিচালনা পরিষদের অন্যান্য সদস্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই দলেরই হইয়া থাকেন। দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাহার ও নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না। উল্লেখ্য, সিলেকশন কমিটিতে সরকারী প্রতিনিধি থাকিলেও দলীয় সিদ্ধান্তের নিকট তাঁহারা নতি স্বীকার করিতে বাধ্য থাকেন। দলীয় প্রভাব খাটাইয়া শিক্ষক পদে যোগদান করিয়া সাধারণ শিক্ষক এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকেও রাজনৈতিক দলে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়।

আজ কলেজে শিক্ষকতা পেশা তাহার আপন মর্যাদা হারাইতে বসিয়াছে। ব্রত কিংবা মহৎ পেশা নয়, শিক্ষকতা আজ ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। তাই শিক্ষার স্বার্থে এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে কলেজ পর্যায়ে আদর্শ সৎ এবং যোগ্যতর শিক্ষক নিয়োগ জরুরী। আর এই জন্যেই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারী কলেজে শিক্ষক পদ প্রার্থীদের সার্বিক মূল্যায়ন করিয়া নিয়োগনীতি প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক